মুজিবনগরে ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ

সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সাময়িকভাবে মুজিবনগরে সকল ইনজিও থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েঝছে উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির মিটিং এ সকল এনজিও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি এক স্বাক্ষরিত বিঙ্গপ্তির মাধ্যেমে এ ঘোষনা দেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের সংক্রামন দেখা দিয়েছে।করোনা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সারাদেশ প্রায় স্থবির হয়ে পরেছে। এতে সাধারন জনগনের রোজগার কমে গিয়েছে,এমনকি অনেকের দৈনন্দিন আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের পরিস্থিতি আরও খারাপ।ফলে এ পরিস্থিতিতে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এনজিও ঋণের কিস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পরেছে। তাই সাধারন জনগনের কথা চিন্তা করে উপজেলা এনজিও প্রধানদের সাথে মিটিং এ আলোচনা করে সকলের সিদ্ধান্তক্রমে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া প্রযন্ত কিস্তি বন্ধ রাখার ঘোষনা দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে মাইকিং করে কাপড় বিক্রির হিরিকঃ জরিমানা

বাংলাদেশ সহ সারা দেশে যেখানে করোনা আতংকে জর্জরিত। সরকারের পক্ষ থেকে বার বার করে জনসমাগম করতে নিষেধ করা হচ্ছে। সেখানে

মাইকিং করে স্বল্প দামে কাপড় বিক্রি করার ঘোষনা দিয়ে দোকানের ভিতর জনসমাগম করে ব্যাবসা করায় মাষ্টার বস্ত্রবিতানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমান আদালত।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে কেদারগন্জ বাজারে মাষ্টার বস্ত্রবিতানের মালিক ফয়েজ উদ্দীনের কাছে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্মমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্মমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি।

তিনি জানান, এক সাথে কয়েকজন জনগম সমাগম করলে সেখান থেকে করোনা নামের এ ভাইরাসটি মানুষের ভিতর ছরিয়ে যাবার আশংখা রয়েছে।সে ক্ষেত্রে সকল জনগনকে কয়েকজন সদস্য মিলে এক জায়গায় সমাগম করতে বার বার নিষেধ করা হয়েছে।

আর সেই আদেশ অমান্য করে মাষ্টার বস্ত্রবিতান মাইকিং করে কম মূল্যে পোশাখ বিক্রির ঘোষনা দিয়ে দোকানের ভিতর একসাথে প্রায় শত জন মহিলাদের একজায়গায় করে পোশাখ বিক্রি করছে। সকালে একবার নিষেধ করে আসার পরও তার কাজ অব্যাহত রাখে।

গোপন সূত্রে এমন ঘটনা যানতে পেরে সেখানে যেয়ে মোবাইল কোর্ট বসানো হয়।

পরে জনসমাগম কমিয়ে আনতে তার কাছ থেকে ১০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং পরবর্তিতে যদি কেউ করোনা আতংক থাকা প্রযন্ত এরকম লোকসমাগম করে ব্যাবসা করে তাহলে আরও কঠিন ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে বলে তিনি জানান।

মুজিবনগরে খানা বন্ধ, ব্যাসায়ীদের জরিমানা

মুজিবনগরে বিভিন্ন জায়গায় ১দিনের ব্যাবধানে আবারো অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার বিকাল থেকে সন্ধা প্রর্যন্ত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে মহাজনপুর ও মোনাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন দোকানে এ অভিযান পরিচালিত হয় ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে মহাজনপুর তাপস স্টোর মালিকের কাছে ৪ হাজার টাকা, মোনাখালী ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের সাকিব স্টোরে ২ হাজার টাকা ও নজরুল ইসলাম স্টোরে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও শিবপুর গ্রামে জনসমাবেশের আয়োজন করে করোনা খানার আয়োজন করায় দুই জন খানা আয়োজক এর কাছ থেকে ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ চলাকালীন সময়ে চায়ের দোকানে থাকা টেলিভিশন, ক্যারমাবোর্ড সরিয়ে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

মুজিবনগরে পন্যদ্রব্যের দাম বেশি রাখায় ব্যাবসায়ীকে জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

শনিবার বেলা এগারোটার দিতে উপজেলার কেদারগন্জ, গোপালনগর ও ভবেরপাড়া বাজারে চাউলসহ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে কেদারগন্জ বাজারের দুইজন ব্যবসায়ী ও ভবেরপাড়া বাজারের দুইজন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমান আদালত।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

মুজিবনগরে ১১ ব্যাবসায়ীর জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার বিষয়ে নির্দেশ অমান্য করায় অমান্যকারী ১১ব্যাবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমাণ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে কেদারগঞ্জ বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী। এ সময় ১১ জন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে মোট সাড়ে সাত হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

নির্বাহী অফিসার জানান, গত কয়েক সপ্তাহ আগে বাজার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার জন্য সকল ব্যাবসায়ীকে নির্দেশ দিয়ে আসা হয়েছেলো।

সে লক্ষ্যে সকল ব্যাবসিকের নিজের দোকানের আশেপাশে পরিষ্কার রাখার কথা ছিলো।

কিন্তু আজ যেয়ে দেখি তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিষ্কার রাখেনি। তাই সেখানে ভ্রাম্মমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়।
এবং পরবর্তিতে যেন আর অপরিষ্কার না থাকে সে বিষয়ে আরও সতর্ক করে দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে সড়কের কাজ জোরদার করণে রাস্তা অবরোধ

মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রাম থেকে আনন্দবাসের রাস্তার কাজ জোরদার করণ করতে অবরোধ করেছে আনন্দবাস গ্রামবাসী।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার দিকে আনন্দবাস কবরস্থানের কাছে রাস্তার দুই পাশে বাশ ফেলে রেখে অবরোধ করেন।

এ সময় দু পাশ দিয়ে যাতায়াত করা সকল প্রকার যানবাহন আধা ঘন্টা ধরে আটকিয়ে রাখে।

এ সময় শামিম আহম্মেদ, আকাশ খান, আকাশ রহমান, আরিফ, সাদিক সহ প্রায় ১০০ জন গ্রামবাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তারা বলেন, আনন্দবাস গ্রামের সংযোগ সড়ক সংস্কার কাজে ধীর গতির (৮-৯মাস চলছে) কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা খুব কষ্ট হয়, বৃষ্টির দিনে সড়ক দূর্ঘটনার মাধ্যমে অনেকেই ইতিমধ্যে আহত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের আমরা রাস্তা অবরোধ করে রাস্তা দ্রুত ঠিক করার দাবি জানাচ্ছি।

রাস্তার কাজ জোরদার করণের বিষয়ে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার শাহীন আক্তার বলেন, একসাথে দুইটা রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তাই দুইদিকে কাজ করতে একটু লেট হচ্ছে। তাছাড়া কাজের সময়কাল অনুযায়ী এখনো অনেক সময় আছে। তবে যত দ্রুত সম্ভব রাস্তার কার্পেটিং এর কাজ শুরু

করা হবে।

উল্যেখ্য, বল্লভপুর মোড় থেকে আনন্দবাস বাজার পর্যন্ত ৩৭৩০ মিটার রাস্তার কাজের মেয়াদকাল আছে ৬/১১/২০২০ পর্যন্ত। কাজ শুরু হয়েছিলো ২০১৯ সালের ১৪ই মে।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত

মুজিবনগরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শতবর্ষপূর্তি পালন করা হয়েছে।
এ উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

এ সময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস,উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেজওয়ান আহম্মেদ, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনসহ উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে ৩১ বার তোপদ্ধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।

জমি অধিগ্রহনের প্রতিবাদে মুজিবনগরবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের পশ্চিম ও পূর্ব পাশের জমি অধিগ্রহনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

কর্মসূচী পালন করেছে এলাকাবাসী।
সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্ত্বরের সামনের সড়কে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

মাববন্ধনে ভূক্তভোগীরা বলনে, সরকার মুজিবনগর কমপ্লেক্সের পাশে প্রায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহনের সীদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানে প্রায় ১৫০টি পরিবারের বাস। এ জমি অধিগ্রহনের ফলে তারা গৃহহীন হয়ে পড়বে। এতে ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হবেন তারা। জমি অধিগ্রহন না করার দাবী তাদের।

ভূক্তভোগীরা আরও বলনে, ভবরপাড়া মৌজা মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ১ নম্বর গেটে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাশে বসবাসরত জনসাধারণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৪ ই মার্চ ২০১৯ তারিখে হঠাৎ করে আমাদের ঘর বাড়ি সহ জমি জায়গা অধিগ্রহণ করার জন্য সার্ভেয়ার জমি পরিমান করতে যান এবং মাপ যোগ করেন। কয়েকদিনের মধ্যে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশ আসবে বলে অবগতি করেন কর্তৃপক্ষ।

তারা আরো জানান, এই খবর পেয়ে স্থানীয় জনগণ খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম বাদ দিয়ে পাগলের মত আর্তনাদ করছে। আমাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা হারিয়ে কোথায় যাবো কোথয় থাকবো এই নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এলাকাবাসী। আমাদের একটাই দাবি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাছে তিনি গরীব মানুষের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন ঠিক তখন আমাদের ঘরবাড়ি জমি-জায়গা হারাতে হচ্ছে।

তারা জানান, অধিগ্রহণ করা হলে আমাদের পবিত্র সংবিধানে সংরক্ষিত জনগণের মৌলিক অধিকার অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান,শিক্ষা চরমভাবে বিপদগ্রস্থ হবে। আমাদের বসত বাড়ি জমি জায়গা অধিগ্রহণ না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি।

এসময় সিহাব উদ্দিন, বিমান মল্লিক, ইসার উদ্দিন, শিরিনা আক্তার, নাজমা আক্তার শতশত মহিলাসহ গ্রামবাসীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধন শেষে গ্রামবাসীরা তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো; তৌফিকুর রহমান স্মারকলিপি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ^◌াস দেন।

এদিকে এ ব্যাপারে আরডিসি ডা. মিনহাজুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রুতিশ্রুতি অনুযায়ী যে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ সেই লক্ষে সরকারী পরিপত্রে জমি অধিগ্রহনের কথা বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী মাপযোগ চলছে। জমির সম্ভাব্য মূল্য যাচায় বাছায় করা হবে। সরকারি নিয়ম মেনেই জমি অধিগ্রহন করা হবে বলেও তিনিন জানান।

মেপ্র/ইএম

মুজিবনগরে দুই ট্রলি মালিকের জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর সড়কে মাটি ফেলে রাস্তা অপরিষ্কার করায় মাটি বাহি দুইটি ট্রাক্টর চালিত ট্রলি মালিককে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন জায়গায় থেকে মাটি ক্রয় করে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় মাটি পড়ে রাস্তা অপিরষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই জনসাধারনের চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। প্রতিনিয়ত পিছলি খেয়ে ঘটছে দুর্ঘটনা।

আর এ দুর্ঘটনা এড়াতে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিভিন্ন সড়কে অভিযান চালায়। এমন সময় রাস্তায় মাটি নিয়ে যাওয়া অবস্থায় দুইটি ট্রলি আটক করে। তারপর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মৃত নেক মোহাম্মদের ছেলে সাইদুল ইসলাম ও মানিকনগর গ্রামের মৃত আঃ রহমানের ছেলে আব্দুল মান্নান মালার কাছে থেকে ১হাজার করে মোট ২হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এবং পরবর্তিতে যেন এরকম ভাবে রাস্তায় মাটি ফেলে অপরিষ্কার না হয় সে বিষয়ে তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়।

মেপ্র/ইএম

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

মুজিবনগরে ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনিষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে নারী দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর নেতৃত্বে র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

এ সময় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন,উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারসহ নারীরা উক্ত র্যালীতে অংশ নেন।

পরে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে পরিষদ হলরুমে নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেপ্র/ইএম